ছায়ারূপা নিবেদিত
প্রতিভা বসুর
প্রথম বসন্ত
চিত্রনাট্য•পরিচালনা
নির্মল মিত্র
S.K.P.

ছায়ারূপার প্রথম নিবেদন

প্রথম বসন্ত

প্রযোজনা : সুনীল বিশ্বাস, মাণিক সমাদ্দার ॥ মূল কাহিনী : প্রতিভা বসু।
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **নির্মল মিত্র।** সংগীত : **রবীন চট্টোপাধ্যায়।**

প্রধান সহকারী পরিচালক : অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র ॥ আলোক-চিত্র পরিচালক : রাধানন্দ সেনগুপ্ত ॥ চিত্রগ্রহণ : সুখেন্দু দাশগুপ্ত (পিন্টু) ॥ শিল্প-নির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র ॥ সম্পাদনা : প্রশান্ত দে ॥ শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরাণী, অতুল চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল গুহঠাকুরতা ॥ বহির্দৃশ্য প্রধান-কর্মসচিব : প্রশান্ত পাট্টাদার ॥ ব্যবস্থাপনা : দেবু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রূপসজ্জা : অনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ সহযোগী : নৃপেন চট্টোপাধ্যায় ॥ স্থির-চিত্র : আশু সেনগুপ্ত (ষ্টুডিও বলাকা) ॥ পরিচয়-লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুণর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥ সহকারী : বলরাম বারুই ॥ কেশবিন্যাস : চণ্ডী সাহা সাজসজ্জা : নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ॥ গীতরচনা : অতুল প্রসাদ ("কত গান তো হল গাওয়া") শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

নেপথ্য কণ্ঠে : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, শোভেন মজুমদার।

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : সিদ্ধার্থ দত্ত ॥ চিত্রগ্রহণে : শান্তি গুহ, শংকর গুহ, বলদেও, কানাই দাস ॥ শিল্প-নির্দ্দেশনায় : সুরথ দাস ॥ শব্দগ্রহণে : রথীন ঘোষ, সিদ্ধি নাগ সম্পাদনায় : সমরেশ বসু ॥ রসায়নাগারে : জ্ঞান ব্যানার্জী ॥ কমল দাশগুপ্ত, বাদল দাশ, কালিপদ বসু, সুনীল ব্যানার্জী ॥ সংগীতে রবি রায়চৌধুরী, ব্যবস্থাপনায় : খোকন, জগদীশ, হরি, বাচ্চু, মহেন্দ্র ॥ স্থির-চিত্রে : প্রণব গুপ্ত ॥ প্রচার-কার্য্যে : নির্মল রায় ॥ এস, কে, পাবলিসিটি।
আলোক-সম্পাতে : হেমন্ত, মনোরঞ্জন, শম্ভু, নিতাই, হরি, শৈলেন, সুখরঞ্জন, জগু, সতীশ, ভবরঞ্জন, ধনেশ্বর হট।

॥ ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং ধীরেন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত ॥

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

মার্কন্দ রায় পাঠক ॥ বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস ॥ প্রভাত ব্যানার্জী (ঘাটশীলা) ডাঃ কিরণ মুখার্জী, সুধাংশু মিত্র ॥ আড্ডি এণ্ড কোং (টোবা-কোনিষ্ট) ॥ নীহার মুখার্জী, পি, সি, চন্দ, অসীম মজুমদার, অশ্বিনী ঘোষ, প্রণব সমাদ্দার, প্রদীপ সমাদ্দার ॥ মোহন ঘোষ, মিঃ বাজপেয়ী (শ্যামলী গার্ডেনস) অমল সরকার।

বিশ্ব পরিবেশনা : দাওয়ার পিকচার্স এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটার্স।

ভূমিকায় : মাধবী চক্রবর্তী, অনিল চ্যাটার্জী, লিলি চক্রবর্তী, অনুপ কুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, অজয় গাঙ্গুলী, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী দেবী, ইলা চ্যাটার্জী, আশা দেবী, অরুণ মুখার্জী, বিজন ভট্টাচার্য্য, নন্দিতা দে, সুরুচি সেনগুপ্তা, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতল, কালিপদ, নিমাই, তরুণ, প্রশান্ত, শিবেন, নীহার মুখোপাধ্যায় (এ্যাঃ) শোভেন, প্রশান্ত, ফকির।

কাহিনী

মাত্র দু'জনকে ঘিরে একটা সম্পূর্ণ সংসার। বরুণ আর তার মা। অধ্যাপক বরুণ সুন্দর-সুদর্শন অভিজাত। বরুণের মা চাইলেন ছেলেকে বিয়ে দিয়ে সংসারে লক্ষ্মী আনতে। এক রকম নাছোড়বান্দা তিনি। বরুণ কিন্তু বিয়ে করতে রাজী নয়। বিয়ের ব্যাপারে কোথায় যেন তার ভয়। মাও কিন্তু হার মানবেন না। আবিষ্কার করলেন তাঁরা সামনের বাড়ির উকীল প্রিয়রঞ্জনবাবুর একমাত্র মিষ্টি মেয়ে মল্লিকাকে। প্রিয়রঞ্জন বাবুদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মল্লিকাকে দেখলেন বরুণের মা। প্রথম দর্শনেই ভাল লাগার মত মেয়ে।

বরুণের মায়েরও ভাল লাগল। বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে মল্লিকাকে তাঁর পুত্রবধূ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। প্রিয়রঞ্জনবাবু প্রস্তাবে খুশী হলেন। অবশেষে বরুণও এ বিয়েতে মত না দিয়ে পারল না। পারল না শুধু মায়ের মুখের দিকে চেয়ে। বরুণের বন্ধুত্রয় প্রশান্ত, পূর্ণেন্দু আর সমীরের সহায়তাতেই বরুণের মা ছেলেকে রাজী করাতে পারলেন। কন্যা তরফের প্রস্তাব অনুযায়ী মল্লিকাদের গ্রামের বাড়ী থেকেই বিয়ে হবে স্থির হলো। শুভদিন এলো। গোপাল মামার নেতৃত্বে বরুণ সবান্ধবে যাত্রা করলো প্রিয়রঞ্জন-বাবুদের গ্রামের বাড়ীর উদ্দেশে।

চলন্ত ট্রেনের কামরায় বর সাজে সজ্জিত বরুণ—আর তাকে ঘিরে কয়েকজন বরযাত্রী। হাসিতে খুশীতে সবাই ভরপুর। বরুণ

ভারাক্রান্ত। খোলা জানলা দিয়ে তার দৃষ্টি তখন আকাশে। আকাশের বুকে আলো আর মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতে চলেছে বরুণ ; মনের ভিতরে একরাশ দ্বন্দ্ব।

বন্ধুর এই পরিবর্তন অন্যদের মনকেও কাতর করে তুললো। পরিবেশ ও বরুণের মনকে সহজ করবার জন্য প্রশান্ত সহসা সজাগ হয়ে উঠলো। নিজের বিয়ের গল্প বলতে চাইল সে। নায়কের আসনে অন্য একজন কল্পনার নায়ককে বসিয়ে গল্প শুরু করলো প্রশান্ত—

অপর্যাপ্ত অবসর কর্ণেল মুখার্জীর।

মিলিটারী ফেরৎ ডাক্তার মুখার্জীর সময় কাটে তাঁর আলট্রামডার্ণ স্ত্রী মিসেস মুখার্জীও বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার একমাত্র ছেলে অতীনকে নিয়ে। কর্ণেল মুখার্জী একদিন অবসর বিনোদনের জন্য সরাসরি এলেন বাংলার বাইরে পশ্চিমের কোন এক জায়গায় তাঁর বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথবাবুর বাড়ীতে। অবসর নিয়েছেন প্রিয়নাথবাবুও। শিক্ষিতা-সুদর্শনা-সুগায়িকা একমাত্র মেয়ে অপর্ণাকে নিয়েই তাঁর সংসার। মা মরা মেয়ে অপর্ণাকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন মনের মতন করে।

অপর্ণাকে ভাল লাগলো কর্ণেল মুখার্জীর। প্রিয়নাথবাবুর সম্মতি চাইলেন অপর্ণাকে নিজের পুত্রবধূ করতে। সানন্দে সম্মতি দিলেন প্রিয়নাথবাবু। অপর্ণা এলো এই পরিবারের গৃহলক্ষ্মী হয়ে। এ-বিয়েতে খুশী হতে পারলেন না মিসেস মুখার্জী আর অতীন।

অপর্ণা অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলো না অতীন আর তার মায়ের মনের সংগে নিজেকে। এই সোসাইটিতে নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে অপর্ণা বেমানান। কর্ণেল মুখার্জীর ঘরে তাই অশান্তির ছায়া এসে পড়লো। অপমানে অপর্ণা ক্ষতবিক্ষত। অবশেষে একদিন কর্ণেল মুখার্জী অপর্ণাকে রেখে এলেন তাঁর নিজের বাড়ীতে।

অতীন একা। অপর্ণা চলে যাওয়ার পর থেকেই কেমন যেন সমস্ত ফাঁকা লাগতে লাগলো। শুরু হ'ল তার মানসিক অস্থিরতা। তার এই সোসাইটীকে আর ভাল লাগে না। অতীন বুঝলো নিষ্পাপ-সুন্দর-সহজ একটা মেয়ের প্রতি সে আর তার মা কী অন্যায় ব্যবহারটাই না করেছেন।

অপর্ণাকে ফিরে পাবার অকুলাতায় অতীনের ভিতরটা আন্দোলিত। অবশেষে কাউকে না জানিয়ে নিজের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্য করার জন্যই অপর্ণাকে ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালো। টেলীগ্রামে মিথ্যের আশ্রয় নিলো অতীন—জানালো কর্ণেল মুখার্জী অসুস্থ।

মনের টানে ফিরে এলো অপর্ণা। অপর্ণা জানলো অতীন তাকে ফিরে পেতে চায়। ধরা দিল অপর্ণা। খুসীতে-আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন কর্ণেল মুখার্জী ও প্রিয়নাথবাবু।

গল্প শেষ হলো। একমাত্র বরুণের ছাড়া আর সবাইরই ভাল লাগলো এই প্রেমের গল্প। বরুণ ভাবলো প্রশান্তর এ গল্প তার এই বিয়ের ব্যাপারে ওকালতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এবার সত্যেনের পালা। সত্যেন শুরু করলো গল্প বলতে। সত্যেন আর সবিতার বিবাহিত জীবনের রমনীয় গল্প। সত্যেন ওরফে পূর্ণেন্দুর অফিসেই চাকরি করতো সবিতা। চাকরি থেকে দুজনের পরিচয়—পরিচয় থেকে আলাপ; আলাপ থেকে ভালবাসা—তারপর বন্ধন। সামান্য একটা ঘরোয়া তর্ক যখন মারাত্মক আকার ধারণ করল, তখন সবিতা একরাশ অভিমান নিয়ে পূর্ণেন্দুর ঘর ছেড়ে চলে গেল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে পূর্ণেন্দু, সবিতাকে ফিরিয়ে আনতে এগিয়ে গেল। ভুল বোঝাবুঝির পর্ব শেষ করে সবিতা আবার ফিরে এলো পূর্ণেন্দুর সংসারে।

গল্প শেষ হলো পূর্ণেন্দুর। গন্তব্যস্থানে ট্রেণ এসে দাঁড়ালো।

গোপাল মামার নেতৃত্বে ওরা পৌছে গেল বিবাহবাসরে। লগ্ন এলো। যথাসময়ে মল্লিকাকে বরণ করে নিল বরুণ। মল্লিকাকে বিয়ে করল বটে বরুণ, কিন্তু মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারল না।

সবার অলক্ষ্যে বরুণ তাই বৌ-ভাতের দিনই বাইরে কোথাও যাবার জন্য প্রস্তুত হল।

ফিরে এলো কিনা, ওদের দাম্পত্যজীবনের ওপর বসন্তের সোনাঝরা দিনের আলো এসে রাঙিয়ে দিলো কিনা তার দলিল—প্রথম বসন্ত।

সঙ্গীত

(১)

গিরিরাজ কন্যা উমা মেনকা নন্দিনী
ঘর আলো করা মেয়ে নয়নের মণি
দিনে দিনে বারে উমা যাবে কার ঘরে
ভোলানাথ স্বামী হবে বিদিত সংসারে ।।

পশুপতি নাম যার সেই মহেশ্বর
ঘর নাই বাস তাই কৈলাস শিখর
নন্দীভৃঙ্গী নাগরাজ যার অনুচর
সে ছাড়া কে হবে বল উমারাণীর বর ॥

বাঘছাল দেহ যার শিরে জটাজাল
কালের বিচারে তার নাম মহাকাল
বাঁকা চাঁদ হাসে যার মাথার উপর
সে ছারা কে হবে বলো উমারাণীর বর ॥

যুগে যুগে নানারূপে আসে নারায়ণ
শ্রী মতীর লাগি তিনি শ্রীমধুসূদন
সতীর লাগিয়া তাই এলেন শংকর
সে ছাড়া কে হবে বলো উমারাণীর বর ॥

(২)

কত গান তো হোলো গাওয়া
আর মিছে কেন গাওয়াও
যদি দেখা নাহি দিবে
তবে মিছে কেন চওয়াও ।
আমি যতই মরি ঘুরে
তুমি রবে ততই দূরে
তবে কেন বাঁশীর সুরে
তব তরে এত ধাওয়াও ।
যদি আমার দিবা রাতি
কাটি যাবে বিনা সাথী
তবে কেন বঁধুর লাগি
পথ পাণে শুধু চাওয়াও ।
বড় ব্যথা তোমায় চাওয়া
আরও ব্যথা ভুলে যাওয়া
যদি ব্যথী না আসিবে
এত ব্যথা কেন পাওয়াও ।

(৩)

ওগো সুন্দর তুমি বন্ধুর বেশে এসেছো
মোর মনের গভীর আঁধারে তুমি দীপান্বিতায় হেসেছো ॥

সন্ধ্যা মালতি সাজে যে ছন্দে সেই সাজে তুমি সাজালে
ক্লান্ত জীবন বাঁশীতে একি সুর তুমি বাজালে
তুমি গোপণে কাঁদিয়া কাঁদাতে আমায় নীরবে
কি ভাল বেসেছ ?
গন্ধ বিলাতে দুলি আনন্দে ধূপসম চাহি দহিতে
তুমি শেখালে যে গান শ্রান্ত পরাণ সে গান
চাহে যে গাহিতে
তুমি পান্না ঝারানো কান্না দোলায় আঁখির
দু'কুলে এসেছো ॥

(৪)

আমার জীবনে এলোনাতো মধুমাস এলোনাতো মধুবেলা
তবু কেন মোর মিলন তিয়াসী মন আশা নিয়ে
করে খেলা
গোপন হৃদয়ে যতবার ছবি আঁকি, বুঝিনাতো হায়
মুছে যাবে সবি আলেয়ার মত ফাঁকি
প্রথম প্রেমের লজ্জা জড়ানো মন পাবে শুধু অবহেল'
আমি বারে বারে ভুল করে
নিরাশা বাসর করেছি রচনা ভুলের এই খেলা ঘরে
সহিতে পারিনা একা একা ব্যথা ভার
বুঝিনাতো হায় ভালবাসা পাবে আঁখিজল উপহার
স্বপ্ন বিলাসী নয়নে আমার তাই শ্রাবনের লীলাখেলা

না না
হ্যাঁ হ্যাঁ

হ্যাঁ
না না না না
হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ
ও টোপর পরবনা
টোপর আমি মানিনা আমি টোপর যানিনা
তাই টোপর আমি পরবনা। পরবনা পরবনা
টোপর পরব না।
টোপর আমি মানিনা টোপর আমি পরব না
পরবনা পরবনা টোপর পরবনা না ও সব
আমি পরবনা ॥
টোপর পরো বিয়ে হবে নইলে বিয়ে করবনা
আমি নইলে বিয়ে করব না ॥
এই কি বুঝলে ?
কিস্যুনা।
টোপর আমি মানিনা টোপর আমি পরবনা
পরবনা পরবনা ও টোপর পরবনা
টোপরটা তো গাধার টুপি পরলে লোকে হাসবে
পড়লে ভাল তা না হলে চোখের জলে ভাসবে
তুমি চোখের জলে ভাসবে।
কে ?
আমায় যদি চাও সাতপাকের বাঁধন দিয়ে
তোমার করে নাও
তুমি তোমার করে নাও।
ও সব নিয়ম ছাই
তবে করো লাক্ ট্রাই
ঘুঁ—আচ্ছা—হেড্ না টেল্ ?
উঁ—আমি হেড্ তুমি টেল্।
সরি টেল্।
মিলনের দোলা লাগা ছন্দ
মনে আজ আনে কি আনন্দ
তুমি মোর কত কাছে এসেছ
কাছে এসে ভালবেসে
মন দেয়া নেয়া খেলা খেলেছ
কত মন দেয়া নেয়া খেলা খেলেছ ॥